ইত্তেফাক

তারিখ ... 20.1.84 ... ...
পৃষ্ঠা ... .. 1 ... 2 ... ...

CC4

অংকের বই লইয়া বিতর্ক

॥ শফিকুল কবির ॥

শিক্ষা পদ্ধতি বিবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংকের বই বদল করা হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রথম শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নূতন অংক বই লেখার জন্য বাংলাদেশ গণিত সমিতি স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট হইতে দায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতন অঙ্ক বই ইতিমধ্যে বাজারে ছাড়া হইয়াছে। আগামী বৎসরগুলিতে পর্যায়ক্রমে উপরের শ্রেণীর নূতন অংক বই প্রকাশ করা হইবে।

অংকপাঠ্য বিবর্তনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—জাতীয় পাঠ্যক্রম কমিটির সুপারিশক্রমে প্রথম হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের প্রণীত অংক বই সম্পর্কে নানা কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

তবে ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রথম

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

অংকের বই

(১ম পৃঃ পর)

দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতন অংক বই [স]ম্পর্কেও শিক্ষক এবং অভিভাবক [ম]হলে প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইংরেজী [মা]ধ্যম পদ্ধতির অনুকরণে প্রণীত [প্র]থম শ্রেণীর বইতে যুক্তাক্ষরের [ছ]ড়াছড়ি শিশুদের জন্য পীড়াদায়ক [হ]ইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বইতে [স]ংখ্যা গণনায় বিন্দু সমষ্টি শিশুদের দৃষ্টিশক্তির উপর চাপ [সৃ]ষ্টি করিবে। ইউনিসিফের বিনা[মূ]ল্যের কাগজে ছাপা, ছবির রং [এ]বং বাঁধাই উন্নতমানের নয়। [বি]ষয়বস্তুর মধ্যে নব আবিষ্কৃত [কো]ন সহজ পদ্ধতি বা নূতনত্ব [না]ই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সালে চালুকৃত নবম-দশম [শ্রে]ণীর (এস,এস,সি) শিক্ষা পদ্ধতি চলতি বৎসর হইতে পরিবর্তন করা হইতেছে। নবম শ্রেণীর সকল বই নূতনভাবে লেখা হইয়াছে। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়াছে যে, মুদ্রণ কাজ শেষ হওয়ার পথে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নবম শ্রেণীর বই বাজারে পাওয়া যাইবে। অভিযোগে প্রকাশ, বেসরকারী প্রকাশকরা নির্ধারিত মূল্যে নিউজপ্রিন্ট পাইলেও বাজারে কাগজের উর্ধ্বমূল্যের কারণ দেখাইয়া নূতন বইয়ের মূল্য বৃদ্ধির দেন দরবার শুরু করিয়াছে।

জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাগজে-কলমে বাড়াইয়া দেখায়। ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নামে বরাদ্দকৃত বই গোপন পথে খোলা বাজারে চলিয়া আসে।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায় যে, বিনামূল্যের বই সরবরাহের সময়সীমা ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকিলেও ত্বরিত মুদ্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

তবে বোর্ডের গুদামের পর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌছিতে আরও কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে থানা শিক্ষা আফিসারের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলিয়া দিবেন। শিশুরা নূতন বই হাতে নিয়া পাঠশালায় আসিতে চায়। বিনামূল্যের বই পাইতে বিলম্ব দেখিয়া বাধ্য হইয়া অভিভাবকগণ বাজার হইতে বই কিনিয়া দিতেছেন।